THE BANGLADESH OBSERVER

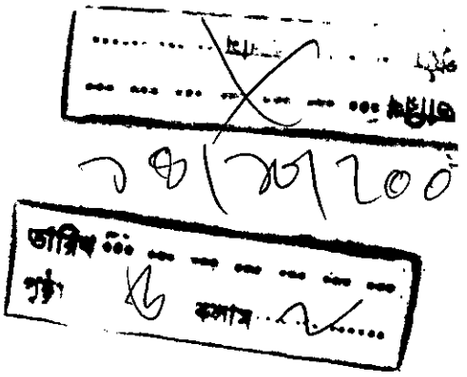

গোপালগঞ্জে আশ্রয়গ্রহণকারী সংখ্যালঘু পরিবারের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

গোপালগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয়গ্রহণকারী অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হয়ে প্রাণ রক্ষায় ও স্কুল-কলেজের যুবতী ছাত্রীরা তাদের ইজ্জত বাঁচাতে বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, ফরিদপুর, নড়াইল প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়াসহ জেলার বিভিন্ন গ্রামে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ঐ সব এলাকার অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এখনও বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে। পালিয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের আর দেড় থেকে দু'মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা। তারা কবে বাড়ি ফিরবে তাও জানে না। তাদের পরীক্ষা দেয়াও হবে কিনা এ নিয়ে সংশয় তো রয়েছেই। বরিশাল বিএম কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রী অসিমা বাড়ৈ (১৯) জানান, আগামী ২৬ ডিসেম্বর ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিএম কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী নমিতা বাড়ৈ (২১)-এর সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা সামনে। স্বপ্না (১১), সরস্বতী (১১), পলাশ (১৩) গৌরনদী হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং আগৈলঝাড়া হাই স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র বিপ্লব (১৪) এরা জানে না তাদের পক্ষে আর ঐ স্কুলে ক্লাস করা সম্ভব হবে কিনা। তারা তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে প্রাণের ভয়ে।

এদিকে আগৈলঝাড়া উপজেলার ৫ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এলাকা ছেড়ে কোটালীপাড়ার বিভিন্ন গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি ও হামলার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। রাজিহার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রমেশচন্দ্র দাস জানান, তিনিসহ মাকাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জতিন মিস্ত্রি, মাগদা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ুব আলী মিয়া, রত্নপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন (মাখন) ও গৈলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মজিবর রহমান নিজ এলাকায় ঢুকতে পারছেন না। প্রশাসন তাঁদের নিরাপত্তা দেয়ার কথা বললে ও তাঁরা তাতে আস্থা ফিরে পাচ্ছেন না। কেন না তাঁরা যতটুকু খবর পেয়েছেন তাতে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি। গৈলা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন খান জানান, আমি নিজে লোকজনকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেছি বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কিন্তু পারিনি। এর মধ্যে অন্তত ৫০ জন লোক পালিয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু ফের চাঁদা দাবির মুখে তারা বাড়ি ছেড়ে আবার এই এলাকায় চলে এসেছে। দোনারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বললেন, তিনি কোন দল করেন না। তবে আওয়ামী লীগকে মনেপ্রাণে ভালবাসেন– এটাই তাঁর অপরাধ। নির্বাচনের দিন তিনি নির্বাচনী কাজে অন্যত্র সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাড়ি ফিরেই শুনতে পান বিভিন্ন হুমকির কথা। ৮০ বছরের একমাত্র বৃদ্ধ মাকে রেখে পরিবারের অন্য ৮ জনকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন শৈলদহের প্রেমানন্দ বাড়ৈ। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন বাহাদুরপুর হাইস্কুলের শিক্ষক প্রশান্ত কুমার জয়ধর। সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত চাঁদা দিতে না পেরে অন্যদের মতো তিনিও এখন কোটালীপাড়ার রামশীলে অবস্থান করছেন। এ ছাড়া প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে আসা হাজার হাজার সংখ্যালঘু হিন্দু নর-নারী তাদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গা পূজা উদযাপনের ব্যাপারেও সংশয়ে রয়েছে।

এদিকে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকজন সম্ভাব্য পুলিশী গ্রেফতার ও তাদের জোর করে নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হতে পারে এই ভয়ে রামশীল এলাকা ছেড়ে জেলার অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছে। তারা অধিকতর বিল এলাকাকে নিরাপদ মনে করে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।